কান্টের দর্শন

(আচার্য কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখিত 'কান্টদর্শনের তাৎপর্য' সহ)

ডঃ রাসবিহারী দাস এম.এ., পি-এইচ.ডি.;

ডিরেকটর, ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অব ফিলসফি; ভূতপূর্ব অধ্যাপক, ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ফিলসফি; দর্শন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক, সাগর বিশ্ববিদ্যালয়; দর্শনের রীডার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; দর্শন বিভাগের ভিজিটিং প্রফেসর (১৯৫৫), হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও (১৯৬২) গটিঞ্জেন বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিম জার্মানী; মূল সভাপতি, ভারতীয় দর্শন কংগ্রেস (১৯৫৬)

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ

পুস্তকপর্ষদ সংস্করণের ভূমিকা

ডঃ রাসবিহারী দাশ লিখিত "কান্টের দর্শন" বইটি বহুদিন অমুদ্রিত থাকায় ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষককুলের প্রয়োজন বিবেচনা করে পর্ষদের দর্শন-বিদ্যা সমিতির মাননীয় সদস্যবৃন্দ বইটি পুণর্মুদ্রণের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এই সিদ্ধান্তটি কিছু প্রাচীন হলেও এ বিষয়ে যথাবিহিত ব্যবস্থাদি অবলম্বন বিলম্বিত হয় নানা কারণে। পর্ষদের দায়িত্বভার গ্রহণ করে এ জাতীয় কিছু প্রয়োজনীয় অথচ অমনোযোগপ্রাপ্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করার চেষ্টা নিয়ে থাকি। তার একটি ফলশ্রুতি সুধী পাঠকবর্গ পেয়েছেন ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের 'ন্যায় পরিচয়' গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণের মধ্য দিয়ে। সে কাজে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ রীতিমাফিক অনুমতি ইত্যাদি দিয়ে আমাকে বাধিত করেছেন। অনুরূপভাবেই আমরা কৃতজ্ঞ রয়েছি স্বর্গত অধ্যাপক দাসের পুত্রকন্যাদের কাছে যাঁরা ত্বরিত সহযোগিতায় আমাদের উদ্যম প্রাণিত করেছেন। এখন শিক্ষার্থী পাঠককুল যদি বইটিকে পূর্বের মতই সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করেন, পর্ষদের উদ্যোগ সার্থক বিবেচিত হয় এবং এ জাতীয় অন্যান্য প্রকল্প রূপায়ণে আমরা নৈতিক সমর্থন পাই।

প্রদ্যুম্ন মিত্র
মুখ্য প্রশাসন আধিকারিক

কলকাতা
জুন ১৯৭৯